আমেরিকান প্রেশিডেন্ট নির্বাচনে মুসলমানের উভয় সংকট

সাঈদ কামরান মির্জা
সেপ্টেম্বার ২৪, ২০০৪

আমেরিকার আসন্ন প্রেশিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে মুলিমদের মধ্যে আজকাল বেশ আহাজারি শুনা যায় ফ্যামিলি আড্ডা-খানাতে। মুসলিম ভাইদের মধ্যে প্রায় ৯৯.৫% বেটা পাগলা বুশকে নবেম্বরে পরাজিত দেখতে বড় আগ্রহী। তাদের ভাবসাব দেখে মনে হয় যেন তারা পারলে বুশের বেলট বাক্স চুরি করে হলেও তাকে ফেল করানো চাই, কারণ বুশ ফেল মারলেই নাকি (তাদের মতে) মুসলমানদের অর্থাৎ ইসলামের রক্ষা। কিন্তূ, যখন জিজ্ঞাসা করা হয় ''কে জিতবে বলে মনে হয়?'' তখন যেসব উত্তুর আসে সেগুলো বড়ই মজার। অর্থাৎ উত্তুর গুলো একেবারে ঘোলাটে এবং তা'থেকে বিশেষ কিছুই উদ্ধার করা যায় না। অনেক ভয়-সহকারে সাহস নিয়ে এবং সুযোগ করে যখন আমি বলে ফেলি যে ''আমারত মনে হয় বুশই আবার **re-elected** হবে'', তখন অনেকেই একেবারে চুপ থাকে আবার অনেকে আমার সঙ্গে একমত হয় খুবই ভারাক্রান্ত দঃখ জনক চেহারাটি নিয়ে।

কিন্তূ, আসল সত্যি হল—এই পাগলা বুশই আবার আমেরিকার প্রেশিডেন্ট হবে তাহা আমি প্রায় নিশ্চিত করেই বলতে পারি। আমি কিন্তূ বুশের এই অযাচিত বিজয়ের কথা আমার বিভিন্ন লেখাতে (২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধের পরপর) বলেছি। পাঠকগন যারা আমার লেখাগুলো পড়েছেন নিশ্চই মনে থাকবে আমার এই ভবিষ্যত বানীর কথা, যাহা আমার কোন দিব্যজ্ঞানের কথা নয়, আসলে আমার সাধারণ জ্ঞানের কথা ছিল। এই দেখুন না, কিসব কান্ড ঘটছে এই কাফেরের দেশ আমেরিকাতে! ৯/১১ এর ইসলামি-জিহাদীদের জগন্য ঘটনার পর আমেরিকানরা প্রায় বলে থাকে একটি বাক্য—"**World has changed for ever after the 9/11**" এবং আমারত মনে হয় এই মহান-বানীটিই বর্তমানের অবিশ্বাস্য সব ঘটনার মুল চাবিকাঠি। তা'না হলে এত্ত্বকিছুর পরেও কি করে **National Poll** এ বেটা বুশ এগিয়ে থাকতে পারে? আমার মনে হয়—৯/১১ এর আল-কাঁয়েদার কেচ্কা মারে সাধারণ দয়ালু আমেরিকানরা বেজায় ক্ষেপেছে ইসলামিষ্ট-এবং আরবদের উপর। আমেরিকানদের সিকিউরিটির ব্যাপারটি তাদের ইকোনমি বা অন্যান্য ব্যাপারের চেয়ে অনেক মুল্যবান মনে করে এবং সাধারণ আমেরিকানগন ৯/১১ এর মারের পাল্টা মারটা বেশ পছন্দই করে বলে মনে হয়। এই পাল্টা মারের ক্ষেত্রে জন কেরীর চেয়ে পাগলা-বুশের উপর বেশি নির্ভর করে তারা। কারণ, জন কেরীর 'ফ্লিপ-ফ্লপ' personality এর উপর সাধারণ আমেরিকানরা ঠিক ভরসা করতে পারে না।

এই দেখুন না—ডেমোক্রাটদের **convention** হল। বক্তারা সবাই বুশের চৌদ্দ-গুষ্ঠির উদ্ধার করল ইরাক যুদ্ধ এবং বুশের **Aggressive foreign policy** নিয়ে, সবাই আশা করল এবার জন কেরির **Poll** লাফিয়ে উপরে উটবে! কিন্তূ, বিধি বাম, বেটা বুশের **Poll** দুই-পয়েন্ট বেড়ে গেল। তারপর, আসল রিপাবলিকানদের **Convention** এবং সেখানে চারদিন ধরে বক্তারা পাগলা বুশের ফরেন-পলিসির বেজায় প্রশংসা করল, ইসলামিষ্টদের মাথার উপরে ডেইজি-কাটার মারায় এবং টেররিষ্টদের লুকোচুরি-খেল একেবারে অনেক দুরে আরব-ভুমিতে, থুক্কু, আরব-পবিত্র ভুমিতে পাঠাবার জন্য বুশ-কেবিনেটকে বেজায় প্রশংসা করল। আর যায় কোথায়? পাগলা বুশের **National Poll double digit** বেড়ে গেল। ঘটনাটা কি?

ঘটনাটা আসলে সেই ৯/১১ এর ধাক্কা! ৯/১১ এর প্রচন্ড ধাক্কা খেয়ে আমেরিকানদের টনক নড়েছে। তারা আর সেই ক্ষমাশীল, দয়ালু সরল-সোজা আমেরিকান নয়। তারা ৯/১১ এর ইসলামিষ্টদের স্পর্ধা দেখে অবাক এবং শক্ট্ ; তাই আজ তারা চাচ্ছে প্রতিশোধ, অর্থাৎ ডেইজি কাটারের মারই পছন্দ তাদের সবার। আর এই মারের ব্যাপারে পাগলা বুশের সঙ্গে কেরীর কোন তুলনাই হয় না। আল-কাঁয়েদা ইসলামিষ্ট টেররিস্ট দেরকে ডান্ডা পেটা করে ঠান্ডা করাটা আজ আমেরিকানদের কাছে অনেক বেশি জরুরি ব্যাপার। আর এই কাজের জন্য **চাই বুশ-চেনী মার্কা দুর্মুজ কমিটি।** তা'না হলে শান্তির ধর্ম ইসলামের মধ্যে শান্তি মোটেই আসবে না তা' আজ বেশ পরিস্কার। তাইত আজ কেরীর এই বেহাল অবস্থা। সদালাপের ইসলামিষ্ট ভাই সকল কি বলেন?

অনেকে আবার তর্ক করছেন যে বুশ-কেরীর আসন্ন ডিবেটে কেরী বুশকে একেবারে কাৎ করে দেবে এবং কেরীর National Poll হুর হুর করে বেড়ে যাবে, কিন্তূ আমি বলব সে গুড়েও বালি। বরংচ, ডিবেটে জন কেরী আরও বেশী নাস্তানাবুদ হবে বলেই আমার মনে হয়। কারণ আসন্ন ডিবেটে বুশ আরো বেশি সময় এবং সুযোগ পাবে কেরীর সারা জীবনের পলিটিক্যাল 'ফ্লিপ-ফ্লপ' এর বড় পাতিলটি ভেঙ্গে দিতে। ঠিক তখনি আমেরিকানরা জানবে যে কেরী আমেরিকার কমান্ডার হবার উপযুক্ত নয়। তারপর নবেম্বরে ঠিক যা'হবার তাই হবে। পাগলা বুশ দ্বিতিয় টার্ম প্রেশিডেন্ট নির্বাচিত হবে এবং মুসল মানদের মাথায় বারি পড়বে।

<u>ইসলামিষ্টদের উভয় সংকট</u>

গত ২০০০ সালের ইলেকশনে ইসলামিষ্টগন এক চেটিয়া বুশকে তাদের ভোট দিয়েছিল। বুশ ইলেকশনে জিতে দিয়েছে মুসলমানদের মাথায় বারি। কিন্তূ এবার হয়েছে বড্ড মুশকিল। মোল্লারা মোটেই ঠিক করতে পারছেনা কাকে ভোট দিবে। বুশ ইসলামিষ্টদের মাথায় বোমা মারলেও সে কিন্তূ প্রচন্ড ধার্মিক। আর কেরী হল একজন কাফের এবং সমকামীদেরকে পছন্দ করে; গে-ম্যারিজ সাপোর্ট করে। তা'ছাড়া কেরী এপর্জন্ত মুসলিমদের জন্য তেমন কোন ভাল মুলা ঝুলাতে পারে

নাই। কাজেই মোল্লারা কেরীকে কেন ভোট দিবে তার কোন সঠিক জ্যাস্টিফিকেশন দেখছে না। আবার ঔদিকে বুশকে মোটেই সহ্য করতে পারছে না। আমি কিছু খাটি মোল্লাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবার কাকে ভোট দিবে তারা। তারা আমাকে উত্তুর দিলেন—'' ঠিক করতে পারছিনা কাকে ভোট দিব এবার। বুশকেও দিতে পারছিনা আবার কেরীকে ভোট দিলে **Homosexuality and gay marriage** কে সাপোর্ট করা হয়। একজন মুসলমান হয়ে কিভাবে এমন একজন কাফেরকে ভোট দেই।'' এদিকে রোজমন্ট, ইলিনয়তে আমরিকান মুসলিমদের মহা সম্মেলনে ইসলামিষ্টরা মোটেই ঠিক করতে পারে নাই কাকে ভোট দিবে। **তাই আমেরিকার মুসল মানের হয়েছে উভয় সংকট!**

আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং আশা হল আমরা বুশকেই আবার প্রেশিডেন্ট দেখতে চাই। বুশ টেররিষ্টদেরকে ডান্ডা পেটানোর খুব ভাল অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং আর চার বৎসর সুযোগ পেলে ইসলামিষ্টদের জেহাদী জোসকে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। কেরীর কোন অভিজ্ঞতাই নেই এবং তার ফ্লিপ-ফ্লপ স্বভাব নিয়ে ইসলামিষ্ট টেররিষ্টদেরকে কন্ট্রোল করতে পারবে না।

আমার মতে ইরাকের 'আরাফাতের ময়দানে' আল-কাঁয়েদা এবং অন্যান্য ইসলামি জেহাদীদের সঙ্গে টেররিজমের খেল খেলা খোদ আমেরিকার মাটিতে খেলার চেয়ে হাজার গুন ভাল। টেররিজমের ব্যাপারটি কোন সহজ ব্যাপার নয়, এবং এটির কোন নির্দিষ্ট দেশ নেই যে আমেরিকা যেয়ে দখল করে নেবে। আল্লহর সৈন্যদের কোন নির্দিষ্ট দেশ নেই; তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, বনে জঙ্গলে, সারা পৃথিবীতে, অর্থাৎ আল্লহর দুনিয়াতে। তাই এই টেররিজমের যুদ্ধ হবে কঠিন এবং দির্ঘ্যস্থায়ী। আমার মতে এই ভংকর শত্রুকে ধংস করতে অন্ততঃ ৫০ বৎসর সময় লাগবে। তাই আরবের বুকে বা এশিয়ার কিছু দেশে টেররিজমের একসন দেখে হতাশ হবার কিছুই নেই। আমেরিকা ইচ্ছে করলে টেররিজমের খেলা দুরে রাখতে পারে তার প্রমান—গত ৯/১১ এর পরে আমেরিকার মাটিতে একটি বোমাত দুরের কথা, একটি ডিমও ফোটে নাই এপর্জন্ত। এমনকি, আমেরিকার বাইরেও কোথাও কোন আমেরিকান সম্পত্তির উপর কোন টেররিষ্টের আঘাত লাগে নাই। তাইত আল-কায়েদা জেহাদীরা আজকাল সৌদিদের উপর তাদের জেহাদী খেলা দেখাচ্ছে এবং আমি তাতে খুবই খুশি। কারণ এবিশ্বে ইসলামি টেররিজমের বিষ যারা তৈরী করেছে তাদেরত সাজা পেতেই হবে!

পাঠকগনের মধ্যে যারা ইসলামি ভাইরাসে আক্রান্ত (যেমন সদালাপের ভাইসকল), অর্থাৎ যারা এখনো ইসলামি উম্মাবাজীর রোগ থেকে মুক্ত হতে পারেন নাই তাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী পাগলা বুশকে সাপোর্ট করার জন্য। প্রথমে আমি একজন মানুষ তারপর একজন আমেরিকান। আমি আমেরিকার সকল সুযোগ-সুবিধা আরামে ভোগ করব এবং হাজার হাজার মাইল দুরে অবস্থিত কোথাকার মুসলিম বা আরবদের জন্য আহাজারি করব তাহা অন্তত আমাকে দিয়ে হবে না। আমি যে পাত্রে আহার গ্রহন করি সেই পাত্রেই আবার 'মল ত্যাগ' করতে পারব না! তাই আমি

আমেরিকাকেই প্রচন্ডভাবে সাপোর্ট করব এতে কেউ যেন অবাক না হন। কারণ, আমার কাছে একজন আমেরিকান এবং আমেরিকাই হল সবচেয়ে প্রিয়। আমেরিকার সিকিউরিটি আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি। আমেরিকার মঙ্গলই আমার নিজের এবং আমার ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য মঙ্গল। আমেরিকা ভাল থাকলে আমি ভাল আছি; এবং আমেরিকা ধংস হলে আমিও ধংস হয়ে যাব। আরব বা কোন মুসলিম দেশে দৌলতের নহর বয়ে গেলেও আমার তাতে কিছুই লাভ হবে না। আরবগন আমাদেরকে এক বেলাও খাওয়াবেনা, এটা যেন ভুলে না যাই! ধন্যবাদ।